# রাতকানা

(গল্পাংশ)

শ্বশুর বাড়ীর সমন নিমন্ত্রণ আসিল—অগত্যা গোবর্দ্ধনকে জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে যাইতেই হইবে। গোবর্দ্ধনের দুশ্চিন্তার অবধি নাই—সে যে "রাতকানা"! কিন্তু এ রোগ সকলে জানে ত জানাজানি!—"জামাই-ষষ্ঠীর কিছু পাওনা-থোওনা আছে, সেগুলো ছাড়াও ত ভাল হয় না!"—তার উপর 'বউটি এতদিনে অনেক বড় হইয়াছে!' ব্যাকুল মাতা চিন্তা করে বলিল—আমার পুত্র গোবর্দ্ধন এত চালাক—'কৌশলে কি সে রোগ ঢেকে দিতে পারবে না?'—তখন মাতা গোবর্দ্ধন বলিয়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে আরও চটি জুতাটা পুরিয়া যাত্রা করিল।—মনে উল্লাসে ভাবিল—'এতো বউটি অনেক বড় হয়েছে, আর উপর কিছু পাওনাও ত আছে! নয় কি?'

এদিকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছিবার আগেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আর ত গোবর্দ্ধন কিছুই দেখিতে পায় না;—মহা বিপদ!—অতি কষ্টে অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া দল ছাড়া একটী 'অবুদ্ধি' পথের সন্ধান লইল। গরুটির লেজ ধরিয়া ধরিয়া—অতি-বুদ্ধি গোবর্দ্ধন ছুটিতে লাগিল।

জামাই আসিতে বিলম্ব দেখিয়া শ্বশুর অম্বিকা ও শাশুড়ী কামদেবী মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল—"নতুন জামাই কোন কিছুর জন্য রাগ টাগ করলে না ত?"

কিন্তু গরুর লেজ ধরিয়া অবশেষে গোবর্দ্ধন গোয়ালে ঢুকিয়া পড়িল এবং সারা গোয়ালের গরু খাইয়া খুঁজিতে লাগিল। গোয়ালে শব্দ শুনিতে পাইয়া শ্যালক শ্রীহরনাথ গরু অনুভব করিতে আসিল। গোবর্দ্ধন মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া চুপটী করিয়া গরুর মত চার পা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গরুর গায়ে হাত দিয়া অন্ধকারে অনিতে অনিতে শ্যালক শ্রীহরনাথ গোবর্দ্ধনের মুখকে আসিয়া হাত দিল। কিন্তু—'এ যে মানুষের মাথার মত লোম পাওয়া যাচ্ছে!' চীৎকার করিয়া ভাই বেণীকে ডাকিয়া উঠিল এবং নিজে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—চুরি না গোরুচোর! বেণী লণ্ঠন লইয়া প্রবেশ করিল—আলোতে নিজ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা! এ কে!"

শ্রীহরনাথ ভাবিল বুঝিবা কোন গো-চোর—অথবা গোয়ালের বাছুর গরু চুরি করিতে ঢুকিয়াছে;—সে গোবর্দ্ধনকে দাঁড় করাইয়া টিকি ধরিয়া ও ঝাঁকানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শালা, তুই কে?"

গোবর্দ্ধন কাচুমাচু হইয়া বলিল—"আমি তোমার ছোট্ট শ্রীহরনাথ!"

*  *  *  *  *  *

অতঃপর বিপত্তির অন্ত নাই—ছবির পর্দায় তাহা ফুটিয়া উঠিবে।

কথা-শিল্পী

রায় নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহাদুর

পরিচালক ও আলোক-চিত্র-শিল্পী

শ্রীধীরেন দাস

শব্দ-যন্ত্রী

শ্রীজ্যোতিষ মিত্র

প্রযোজক

পি. এম. খেমকা

## পরিচয়

গোবর্দ্ধন — রঞ্জিত রায়

বেণী — ঊর্মিলাবালা

কামদেবী — ইন্দুবালার মাতা

শ্রীহরনাথ — কেষ্ট মুখার্জি

অম্বিকা — সুহাস সরকার

বিন্দী — নবদ্বীপবালা

১। রাখালগণের গীত

বেণু বাজেনা, তাই বেণু বাজেনা।
ওরে, আমরে কানু বাজাবে বেণু,
আর তো দেরিও সহে না।
দূরে মাথা পাটি রয়েছে,
ঐ বাঁশি আজো বেজেছে,
বাজা বাজারে বেণু (মোদের) কেমন
শেষ হবে না।

২। বেণীর গীত

আজ আমারি ফুলের বনে
আমার আজ গো সখি!
তাই আমি সাজবো আপন মনে বাঁধি বেণী।
সাজাবো কমল কলি—
তাই আসে ঐ আকুল অলি।

—ঊর্মিলাবালা

৩। গোবর্দ্ধনের গীত

"শ্বশুর কেন যা দিচ্ছিলে,
কেন যা তোমায় এমন বেশ?
হয় অলি পরে বিয়েছ টান,
নাহিক তোমার লাজের লেশ।"

—রঞ্জিত রায়

৪। রাখালনীর গীত

ও সখি লো সে এলো যে ঘরে মোর,
তাই বুঝি ছল ঐ ছাঁদ তোর—
সোনা সে ছিলাম আজ,
দিয়ে আজ পিরীত আজ,
ও সখি লো সে এলো যে ঘরে মোর!
বঁধু মোর যদি এলো,
তোমার ভুলিল মালো।
ও সখি লো সে এলো যে ঘরে মোর!

—পূর্ণিমা